দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৬ ......

বেসরকারি কলেজ এমপিওভুক্তি সম্পর্কে

একসময় দু-এক বছর পর পরই কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়কে লক্ষ্য করে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হতো। এবারেই দীর্ঘ প্রায় ৭ বছর হতে চলেছে—সব ঠিক থাকলেও অনিবার্যকারণবশত এমপিওভুক্তিকরণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যা হোক কিছুদিন আগে খবরের কাগজে দেখলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণে তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। আজ থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর আগে যেসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথচ এমপিওভুক্ত হয়নি সেসব কলেজ-শিক্ষকদের কী অবস্থা, কর্তৃপক্ষ একটু ভেবে দেখবেন। উপার্জন ছাড়া যেখানে একদিন চলা দায় সেখানে বছরের পর বছর কীভাবে এসব শিক্ষকের পরিবার চলে? আমাদের কথা—আর যদি এমপিও না দেওয়া হয় তাহলে আইন করে এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অনর্থক দিনের পর দিন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে না থাকাই উত্তম। ১৫ বছর আগে যখন গ্রাম-গঞ্জে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অনেক ছাত্রছাত্রী থাকলেও বর্তমান এর সংখ্যা অনেক কম। যেখানে কলেজের অবকাঠামোর অভাব, প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ নেই, সরকারি অনুদান নেই, শিক্ষকদের বেতন নেই, সেখানে কীভাবে ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করতে চাইবে? স্থানীয় অনেক ছাত্রছাত্রী কষ্ট হলেও দূর-দূরান্তে গিয়ে ভর্তি হচ্ছে। আমরা আশা করি, সরকারি পে-স্কেল বাস্তবায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত সরকারি তালিকাভুক্ত কলেজগুলোকে এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেওয়া হবে।

মো. আলমগীর কবির,
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,
কামালের পাড়া মহাবিদ্যালয়,
কামালের পাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা